সংবাদ

তারিখ ... ২১।৫।৮৩ ...
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ৪ ...

53

053

শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী বৈষম্য দূর করা হবে

—শিক্ষামন্ত্রী

দৌলতপুর (খুলনা, ২০শে মে)—শিক্ষামন্ত্রী ডা: আবদুল মজিদ খান বলেন, সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী বৈষম্য দূর করতে বদ্ধপরিকর। শিক্ষাক্ষেত্রে এ ধরনের তারতম্য কোনমতেই সরকারের কাম্য নয়। মন্ত্রী গতকাল এখানে মোহসিন মহিলা মহাবিদ্যালয়ে ছাত্রী শিক্ষক সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন।

ডঃ খান বলেন, বেসরকারী

(শেষ পৃ: ৭-এর ক: দ্র:)

শিক্ষামন্ত্রী

(১ম পাতার পর)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিত্তবানদের সহযোগিতা ও সাহায্যের পরিমাণ ক্রমশ: হ্রাস পাচ্ছে। অথচ অতীতে ধনী ও বিত্তবানদের আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতায় দেশে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। মোহসিন মহিলা মহাবিদ্যালয় তার এক জলন্ত উদাহরণ। নারী শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, দেশের অর্ধেক নাগরিক মহিলা। মেয়েদের অশিক্ষিত রেখে কোন জাতি উন্নতি লাভ করতে পারেনা। কেননা, একজন পুরুষকে শিক্ষা দিলে একজনই শিক্ষিত হয়, অথচ একজন নারীকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার অর্থ গোটা পরিবারকে শিক্ষিত করে তোলা।

অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার এ কে এম শামসুল ইসলাম বলেন যে, গণমুখী শিক্ষার নামে নকলমুখী বা সার্টিফিকেট সর্বস্ব শিক্ষা সরকারের কাম্য নয় বরং জনগণকে শিক্ষামুখী করাই সরকারের মূল লক্ষ্য।

অন্যাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, কলেজের অধ্যক্ষা মাজেদা রহমান, ডঃ আবুল কাশেম, মনসুর আলী এডভোকেট, কে এস আনাম প্রমুখ।

সকালে শিক্ষামন্ত্রী বয়রা গভ: গার্লস স্কুল পরিদর্শন করেন এবং খুলনা প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। খুলনা প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে আলোচনাকালে শিক্ষা সমস্যা নিয়ে মতবিনিময় করেন।

সন্ধ্যায় শিক্ষামন্ত্রী প্লাটিনাম জুবিলী জুট মিলে স্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন এবং শিল্প কারখানায় স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কারিগরি দক্ষতা বিনিয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করেন। খবর তথ্য বিবরণীর।